সংবাদ

তারিখ 03 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

আইন লঙ্ঘন করে রেজিস্ট্রার নিয়োগ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড়

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার পদে বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে সার্চ কমিটির নামে গোপন সভা করে একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাকে রেজিস্ট্রার পদে ২ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেবার ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি থাকার সময় সিন্ডিকেট সভা করে অনুমোদন প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন সকালে হাতে হাতে নিয়োগপত্র প্রদান করে বিকেলেই রেজিস্ট্রার পদে যোগদান দেখানোর অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উন নবী দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই রেজিস্ট্রার পদে তার নিজের কাউকে নিয়োগ দেয়ার জন্য চেষ্টা চালান। গত বছরের ২২ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে তার এক সহপাঠীর ভগ্নিপতি কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার এটিএম এমদাদুল ইসলামকে গোপন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দেন। এতে বাধা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। তাদের আন্দোলনের মুখে এক সপ্তাহের মাথায় গত বছরের ২৮ জুন অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় সকল সদস্যও এর বিরোধিতা করেন। এমনকি নবনিযুক্ত ওই রেজিস্ট্রারকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত দেন। একই সঙ্গে ওই সভায় অবিলম্বে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। গত বছর আগস্ট মাসের দিকে রেজিস্ট্রার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এতে অনেকেই রেজিস্ট্রার পদের জন্য আবেদন করলেও ৪ জন প্রার্থী প্রাথমিকভাবে বিবেচিত হন। কিন্তু উপাচার্য তার পছন্দের কোন প্রার্থী আবেদনকারীদের মধ্যে না থাকায় তোলপাড় : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

তোলপাড় : রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

তার ভাষায় কোন যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি বলে ওই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে দেন। এর পর থেকে আর কোন বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে তিনি নিয়মবহির্ভূতভাবে গোপন প্রক্রিয়ায় রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। এবার রেজিস্ট্রার হিসেবে তার পছন্দের প্রার্থী হচ্ছেন ইউজিসির অর্থ ও হিসাব শাখার সাবেক পরিচালক ইব্রাহীম কবীর।

এদিকে সকল নিয়মনীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইন অমান্য করে উপাচার্য রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়ার জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির তিনি নিজেই হন সভাপতি। অন্য সদস্যরা হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. শরীফ এনামুল কবীর, ইউজিসির সদস্য ড. হাশেম খান, হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. রুহুল আমিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রহমত উল্লাহ। এই কমিটির মিটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলে শিক্ষক-কর্মচারীরা বাধা দিতে পারে এমন আশঙ্কায় রেজিস্ট্রার পদে যোগ্য প্রার্থী সার্চ করে বের করার সিদ্ধান্ত হলেও মূলত তার পছন্দের প্রার্থীকেই সার্চ করে বের করার পরিকল্পনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে ইউজিসির সাবেক অর্থ ও হিসাব পরিচালক ইব্রাহীম কবিরকে নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়। সূত্র জানায়, ওই মিটিং অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ওই প্রার্থী নিজেই করেন।

এ জন্য গত বছর ১৬ নভেম্বর ঢাকায় ইউজিসি ভবনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আবুল কাশেমের কক্ষে এ সভা আহ্বান করা হয়। যা তার স্বাক্ষরিত সভার নোটিশে উল্লেখ রয়েছে। এ সংক্রান্ত খবর গত ১৭ নভেম্বর দৈনিক সংবাদের শেষের পাতায় প্রকাশিত হলে তোলপাড় শুরু হয়। পরে পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এমনকি সভার সিদ্ধান্ত কী হয়েছে তাও গোপন রাখা হয়।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, সরকারি গেজেট মতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯-এর ২৯ নং আইনের ধারা ৩৯ (২) দ্রষ্টব্য-এর ৬ নং ধারা অনুযায়ী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিয়োগ বাছাই বোর্ডের সভাপতি হবেন ভিসি, আর সদস্য হবেন প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য, চ্যান্সেলর (রাষ্ট্রপতি) কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই আইন অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে সরাসরি রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ দেয়া যায় না। তার পরেও উপাচার্য তার পছন্দের প্রার্থীকে রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ দেবার জন্য সার্চ কমিটি গঠন করে একটি সাজানো গল্প তৈরি করা হয় বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। তার পর আবারও ঢাকায় কথিত সার্চ কমিটির বৈঠক করে রেজিস্ট্রার পদে ইউজিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইব্রাহিম কবীরকে নিয়োগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মজার ব্যাপার কমিটির সদস্যদের সম্মানীসহ আপ্যায়ন বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে লক্ষাধিক টাকা উত্তোলন করে খরচ দেখানো হয়।

সর্বশেষ গত ২৬ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার দিন সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করে ওই সভাতেই রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ প্রদান করাকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। উল্লেখ্য, সার্চ কমিটির সদস্যের সকলেই সিন্ডিকেট সদস্য। তার পরেও এবারেও পুরো বিষয়টি গোপন রাখা হয়। ৩০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খুললে ওই দিন সকালে নিয়োগ পাওয়া ইব্রাহিম কবীরকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। বিকেলেই তাকে ওই পদে যোগদান দেখানো হয়। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা জানান, ওই ব্যক্তিকে রংপুরে ডেকে এনে আগে থেকে তৈরি করা নিয়োগপত্র তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে যোগদান করানো হয়। এভাবেই সকল নিয়মকানুনকে উপেক্ষা করে একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ দেয়া হলো বলে অভিযোগ ওঠেছে।

সার্বিক বিষয় জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নুরউন নবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে অফিস থেকে বলা হয়, তিনি ঢাকায় আছেন। পরে মোবাইল ফোনে বেশ কয়েকবার ফোন করে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যাওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।